ইতিবাচক প্রভাবসমূহ (Positive Impacts)

১। বিশ্বায়ন দক্ষতার বিপ্লব, তথ্য-প্রযুক্তির বিপ্লব, যোগাযোগের বিপ্লব ও মানবিক সম্পর্কগত বিপ্লব এনে মানুষের জ্ঞানের দিগন্ত প্রসারিত করেছে। যুক্তিবাদী জ্ঞান সম্প্রসারিত হয়েছে। তার ফলে, বিবিধ মানবিক সমস্যার (সামাজিক, অর্থনৈতিক, চিকিৎসাগত, শিক্ষাগত) সমাধানের নতুন নতুন কৌশল ও পথ অর্জিত হয়েছে। নতুন তথ্য ও প্রযুক্তির দক্ষ ব্যবহারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২। বিশ্বায়ন বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির আদান-প্রদান ও প্রসারে সহায়তা করেছে। তার ফলে বহু সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে। বহুমুখী সংস্কৃতি মানবসভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে।

৩। বিশ্বায়ন বিভিন্ন জাতির মধ্যে, বিভিন্ন গোষ্ঠী ও জনজাতির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করে তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছে।

বিশ্বায়ন আধুনিক সত্তার (Modern indentity) বিশ্বজনীনতা প্রতিষ্ঠা করেছে।

৪। বিশ্বায়নের ফলে জাতীয় সার্বভৌম রাষ্ট্রের ক্ষমতা সংকুচিত হয়েছে। বিশ্বে বহু নতুন নতুন অতিজাতীয় (Trans-national) সংগঠনের উৎপত্তি ও প্রসার হয়েছে। বিশ্বের বিবিধ সমস্যা সমাধানের জন্য বহু নতুন বিধি ও নিয়ম কার্যকরী করা হয়েছে। তার ফলে, বহুসংখ্যক কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা, বহুস্তর বিশিষ্ট প্রশাসনের উদ্ভব, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, বিশ্বব্যবস্থার বিভাজন ও বহুকেন্দ্রিক বিশ্বের উদ্ভব-ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও পছন্দের পরিধিকে প্রসারিত করে দিয়েছে। ব্যক্তি এখন উপযোগিতা ও কার্যদক্ষতা বিচার করে কোনো কর্তৃত্বের প্রতি তার আনুগত্য কতটা প্রকাশ করবে তা স্থির করছে।

সেদিক থেকে বিশ্বায়ন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিস্বাধীনতার নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

৫। বিশ্বায়ন বহুজাতিক করপোরেশনের প্রসারে সাহায্য করেছে। এই সব করপোরেশনের মাধ্যমে প্রযুক্তি, তথ্য, মূলধন ও জ্ঞানভিত্তিক সেবার আদান-প্রদান বিশেষভাবে প্রসারিত হয়েছে।

৬। বিশ্বায়ন মানবসমাজের বিবিধ সমস্যা, তার গুরুত্ব ও বিপদ সম্পর্কে বিশ্বের সব সচেতন মানুষকে সজাগ ও সতর্ক করে তুলেছে।

বিশ্বের ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে তীব্র অর্থনৈতিক বৈষম্য, বহু দেশের দুঃসহ দারিদ্র্য, পরিবেশ দূষণের ভয়াবহ পরিণতি, মানুষের অধিকার ও মর্যাদার নিষ্ঠুর অস্বীকৃতি, বিশ্বময় নারী জাতির লাঞ্ছনা-বঞ্চনা নিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী আলোচনা-বিতর্ক চলছে। সমস্ত পৃথিবীতে নারীবাদী আন্দোলন, মানব-অধিকার রক্ষার আন্দোলন, পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনে বহু মানুষ অংশগ্রহণ করেছে।

৭। বিশ্বায়ন যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক পরিণাম সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করে যুদ্ধের প্রতি জনগণের অনীহা বৃদ্ধি করেছে। তার ফলে, আন্তর্জাতিক শান্তি-আন্দোলন প্রসারিত হয়েছে।

Scanned with CamScanner

৮। বিশ্বায়ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং অতিজাতীয় আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। বিশ্বায়নের প্রভাবে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৯। বিশ্বায়ন ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে তীব্র অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং দরিদ্র জনগণের দুঃসহ বঞ্চনার প্রতি সমস্ত বিশ্ব জনগণকে সচেতন ও সজাগ করে ধীরে ধীরে এই অন্যায় বৈষম্য, এই নীতিহীন বঞ্চনার বিরুদ্ধে এক বিশ্বব্যাপী সচেতনতা ও জনমত গড়ে তুলেছে।

নেতিবাচক প্রভাবসমূহ (Negative Impacts)

১। বিশ্বায়ন ধনতান্ত্রিক উৎপাদন কাঠামো প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বের ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়িয়ে যাচ্ছে।
বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক সুফল ধনী দেশগুলিই বেশি করে ভোগ করছে। বহু ক্ষেত্রে দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলি বিশ্বায়নের আর্থিক সুবিধা লাভ করতে পারছে না। তার জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্কও স্বীকার করেছে যে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান (Economic gaps) ক্রমশঃই বাড়ছে। বিশ্বায়ন একই দেশে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়িয়েছে।

২। বিশ্বায়নের ফলে অর্থ বাজারের (Finance market) অস্থিরতা ও নিরাপত্তাহীনতা জনমানসে দুশ্চিন্তা এনেছে।

৩। বিশ্বায়নের যুগে মূলধন-নিবিড় প্রযুক্তি কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করেনি। বরং বেকারত্ব বেড়েছে। বিশ্বব্যাপী ধনতন্ত্রের প্রসারণ শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেনি।

৪। বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের সচলতা বৃদ্ধি পেলেও সেই অনুপাতে শ্রমবাজারের সচলতা বাড়েনি।

৫। অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন বিশ্বের সম্পদের সুদক্ষ ব্যবহারেও সাহায্য করেনি। বিশ্বায়নের মধ্য দিয়ে বিশ্বের সম্পদের কাম্য ব্যবহার হবে—সে ধারণাই ভুল।

৬। বিশ্ব উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসারের ফলে অনেক ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশের পরিবেশ ভীষণভাবে দূষিত হয়েছে।

৭। বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে মারণাস্ত্রের বাজার প্রসারিত হয়েছে। তার ফলে, উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে সামরিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা বেড়েছে। রাজনৈতিক উদ্বেগ, সন্দেহ ও অবিশ্বাস বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও বন্ধুত্ব নষ্ট করেছে।

৮। বিশ্বায়নের যুগে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের ওপর ধনী দেশগুলির কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। ধনী সদস্যরা ঐ সব সংগঠনকে নিজেদের স্বার্থসাধনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে।

৯। বিশ্বায়নের যুগে দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশগুলিতে লেনদেন ভারসাম্যের ক্ষেত্রে ঘাটতি বেড়েছে। তাদের বৈদেশিক ঋণভার বিপদ এনেছে।

Scanned with CamScanner

১০। বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ অনেক দেশের সাবেকী সংস্কৃতি ও জীবনধারাকে নষ্ট করেছে।

১১। নতুন সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে অনেক দেশে নয়া-মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রসারিত হয়েছে।

১২। বিশ্বায়ন অতিজাতীয়তার (Trans-nationalism) কুফল এনেছে।
সাম্প্রতিক কালে জাতীয়-সীমানা-অতিক্রমকারী অপরাধমূলক কার্যকলাপ, সন্ত্রাসবাদ ও ছোঁয়াচে রোগের সংক্রমণ অনেক বেড়েছে।
অতিরাষ্ট্রীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় ঐক্যবদ্ধতার মধ্যে ফাটল ধরিয়েছে। সংকীর্ণ আঞ্চলিকতাবাদকে প্রশ্রয় দিয়েছে।

১৩। সদ্য প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) ও বিশ্ব বাণিজ্য সংক্রান্ত বিধি-নিয়ম (Global Trade Regime) দরিদ্রতম দেশগুলির স্বার্থ উপেক্ষা করেছে। বৈষম্যমূলক বাণিজ্য ব্যবস্থায় উন্নয়নশীল দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

১৪। সম্প্রতি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্যসংকট দেখা দিয়েছে।

১৫। বহুজাতিক করপোরেশনের কাজকর্মের ফলে অনেক ক্ষেত্রে আর্থিক-দুর্নীতি বেড়েছে। দরিদ্র জনগণের জমি ও জীবিকা নষ্ট হয়েছে।

- প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী Joseph Stiglitz স্বীকার করেছেন যে,
  — বিশ্বায়ন বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলির স্বার্থের অনুকূলে কাজ করছে না।
  — বিশ্বের পরিবেশের শুদ্ধতা বজায় রাখছে না।
  — বিশ্ব অর্থনীতির স্থিরতা (Stability) বজায় রাখতে পারছে না।

তবে তাঁর মতে, বিশ্বায়নের গতি রোধ সম্ভব নয়। মূল সমস্যা বিশ্বায়নকে নিয়ে নয়।

মূল সমস্যা, যে উপায়ে বিশ্বায়ন পরিচালিত হচ্ছে তার মধ্যেই রয়েছে।[২]

Joseph Stiglitz-এর মতে, বিশ্বব্যাঙ্ক, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার এমন সব বিধিনিয়ম রচনা করেছে যে তার ফলে কেবল ধনী, শিল্পোন্নত দেশগুলির স্বার্থসিদ্ধি হচ্ছে।

তাঁর মতে, ঐ সব সংস্থা বিশ্বায়নকে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, অর্থনীতি ও সমাজকে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যাখ্যা করেছে।

Stiglitz দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে, ঐ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন প্রয়োজন। দরিদ্র জনগণের দাবি, পরিবেশের শুদ্ধতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করলে হবে না। বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই নতুন যুগের নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে হবে।

বিশ্বায়ন বিশ্বের সমষ্টিগত কার্যধারা ও বিশ্বের সমষ্টিগত কল্যাণকে অবহেলা করতে পারে না।

Joseph Stiglitz মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ বিশ্বায়নের ধারণা সমর্থন করেন (Globalization with a human face)।[৩]

- অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, বিশ্বায়নের অনেক সুফল ও কুফল আছে। সেগুলো দক্ষতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক দিক থেকে অনিয়ন্ত্রিত বিশ্বায়ন কয়েকটি দেশের পক্ষে সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে। কিন্তু অন্য অনেক দেশের অর্থনীতিতে কাঠামোগত বিকৃতি (Structural distortions) ও বৈষম্য আনবে।[৪]

পৃথিবীব্যাপী বিশ্বায়নের কুফলের বিরুদ্ধে নানা প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছে। অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় মৌলবাদ, জাতীয়তাবাদ, উপজাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যকে ভিত্তি করে ঐ সব আন্দোলন প্রসারিত হয়েছে। অতিজাতীয় প্রতিবাদী আন্দোলনও (Trans-national Resistance Movement) গড়ে উঠছে।

বিশ্বায়নের সুফল ও সুবিধা কিভাবে বণ্টন করা যায়—তাকে ঘিরেই বিতর্ক। কুফল ও কুপ্রভাব কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে—সেই নিয়েই বিচার-বিবেচনা।

আজ বিশ্ব সমাজের সামনে কতকগুলি প্রশ্ন উঠেছে—

- বিশ্বায়নের ফলে বিশ্ব কি আরও অঞ্চলকেন্দ্রিক হয়ে উঠবে?
- বিশ্বায়নের সুফল কিভাবে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে বণ্টিত হবে?
- বিশ্বায়নের কুফল দূর করার জন্য রাষ্ট্রগুলি কি ধরনের নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে?

ঐ সব প্রশ্নের উত্তর ইতিহাসের গর্ভে লুকিয়ে আছে।

বিশ্বায়নের সুফল	বিশ্বায়নের কুফল
১। দক্ষতার বিপ্লব, যোগাযোগের বিপ্লব, তথ্য-প্রযুক্তিগত বিপ্লব, উৎপাদন-দক্ষতার বৃদ্ধি।	১। আর্থিক বৈষম্য বৃদ্ধি। বিভিন্ন দেশের মধ্যে ও একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি।
২। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা ও যোগাযোগ বৃদ্ধি।	২। বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থা শোষণমূলক, দরিদ্র দেশগুলোর ওপর শোষণ চলছে।
৩। আঞ্চলিক সংস্থা, অতি জাতীয় সংস্থার প্রসারণ।	৩। বিশ্বের অর্থবাজারের অস্থিরতা বৃদ্ধি।
৪। বিশ্বব্যাপী নানা সামাজিক আন্দোলন, মানবাধিকারমূলক আন্দোলন, পরিবেশ আন্দোলনের প্রসার হয়েছে।	৪। মূলধন-নিবিড় প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি—কর্মনিয়োগ বিশেষ বৃদ্ধি পায়নি।
৫। বহুজাতিক করপোরেশনের মধ্য দিয়ে উন্নত প্রযুক্তি, তথ্য ও মূলধন বিশ্বব্যাপী সচলতা।	৫। বিশ্বের সম্পদের সুদক্ষ ও কাম্য ব্যবহার হচ্ছে না।

Scanned with CamScanner

বিশ্বায়নের সুফল	বিশ্বায়নের কুফল
৬। বহুমুখী সংস্কৃতির প্রসার।	৬। পরিবেশ-দূষণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
৭। বিশ্বের জনগণের সম্পদ, সমস্যা, বিপদ ও সম্ভাবনার বিষয়ে বিশ্বায়িত সচেতনতা।	৭। অতি-জাতীয়তার কুফল এসেছে।
	৮। সন্ত্রাসমূলক ও অপরাধমূলক কাজকর্ম রাষ্ট্রীয় সীমানা অতিক্রম করে প্রসারিত হয়েছে।

Scanned with CamScanner